রিসালা নং-৪১

জ্বীনদের বাদশাহ্

JINNAT KA BADSHAH

এবং গাউছে আজম رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর অন্যান্য কারামত

- নামাযে গাউছিয়ার পদ্ধতি
- আউলিয়াগণ জীবিত
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া
- কিবলা মূখী হয়ে বসার ১৩টি মাদানী ফুল
- বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকী
ও ক্ষমার ভিখারী।
১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারূল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(১) জ্বীনদের বাদশাহ্

শয়তান লাখো কুমন্ত্রণা দিক, তবুও এই রিসালাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন।
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার ঈমান সতেজ হয়ে যাবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

ছরদারে দো-জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় ইরশাদ হচ্ছে: "যে ব্যক্তি **জুমার** দিন আমার উপর দুইশতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (জমউল জাওয়ামে লিসসুয়ূতী, খন্ড-৭, পৃ-১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আবু সা'দ আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন: একবার আমার মেয়ে ফাতেমা ঘরের ছাদ হতে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ছরকারে বাগদাদ হুযুর সায়্যিদুনা গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আমার মেয়েকে উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যাপারে আবেদন করলাম। তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِইরশাদ করলেন: "কর্‌খ নামক স্থানে গিয়ে রাত্রে কোন একটি নির্জন বিজন টিলার উপর অবস্থান নিবে, তারপর নিজের চারিদিকে একটি কুন্ডলী তৈরী করে সেখানে বসে থাকবে। আর সেখানে আমাকে কল্পনা করবে এবং بِسْمِ اللّٰه বলবে। দেখবে রাতের অন্ধকারে তোমার চারিদিকে জ্বীনেরা দল বেঁধে বেঁধে চলাফেরা করছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

তাদের আকৃতি দেখতে খুবই আশ্চর্য ও ভয়ানক হবে। তবে তুমি তাদের দেখে ভয় পাবে না। সেহরীর সময় **জ্বীনদের বাদশাহ্** তোমার নিকট উপস্থিত হবে এবং তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য কি তা জিজ্ঞাসা করবে। তাকে বলবে, “আমাকে ‘শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বাগদাদ থেকে এখানে পাঠিয়েছেন, তুমি আমার কন্যাকে খুঁজে বের কর।”

অতঃপর কারখের বিজন ভূমিতে গিয়ে আমি হুজুর গাউছে আজম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করলাম। রাতের নির্জনতায় দেখতে পেলাম ভয়ঙ্কর জ্বীনেরা আমার কুন্ডলীর বাহির দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। জ্বিনদের আকৃতি এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, সে দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। সেহরীর সময় **জ্বীনদের বাদশাহ্** একটি ঘোড়ায় চড়ে আমার কুন্ডলীর নিকট এসে উপস্থিত হল। তার চারিদিকে অনেক জ্বীন ভীড় করছিল। কুন্ডলীর বাহিরে থেকেই সে আমার উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে, “আমাকে হুজুর গাউছুল আজম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।” এটুকু শুনেই সে ঘোড়া থেকে নেমে একেবারে মাটিতে বসে পড়ল। অন্যান্য জ্বীনেরাও তাকে অনুসরণ করে কুন্ডলীর বাহিরে বসে পড়ল। আমি তাকে আমার কন্যা হারানোর ঘটনা বললাম। সে সকল জ্বীনের মধ্যে ঘোষণা করে দিল যে, মেয়েটিকে কে নিয়ে গিয়েছ? কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বিনেরা একজন চীন দেশীয় জ্বীনকে অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে হাজির করল। জ্বীনের বাদশাহ তাকে বলল, “তুমি কেন যমানার কুতুব, গাউছে আজম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শহর থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছ?” সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “হুজুর আমি তাকে দেখা মাত্রই তার উপর আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম।” বাদশাহ্ একথা শুনার সাথে সাথে ঐ চীনদেশীয় জ্বীনের গর্দান কেটে ফেলার নির্দেশ দিল এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আমার প্রিয় কন্যাটিকে আমার নিকট ফেরত দিল। আমি তার এই ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং জ্বীনদের বাদশাহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললাম: বুঝতে পেরেছি ------- তুমি সায়্যিদুনা গাউছুল আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে অশেষ ভালবাস। একথা শুনে সে বলল: “**অবশ্যই! হুজুর গাউছুল আজম** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সমস্ত জ্বিন জাতি থর থর করে কাঁপতে থাকে। যখন আল্লাহ্ তাআলা কাউকে যমানার কুতুব নির্ধারণ করে দেন, তখন সমস্ত মানব-দানবকে তাঁর অনুগত করে দেন।”

(বাহজাতুল আছরার ওয়া মা'দানুল আনওয়ার, পৃ-১৪০)

থরথরাতে হে সভি জিন্নাত তেরে নাম ছে,
হে তেরা ওহ দবদবা ইয়া গাউসে আজম দস্তগীর

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) গাউছে পাকের দিওয়ানা

সাগে মদীনা عُفِىَ عَنْهُ(লিখক) এর পিতৃগ্রাম “কুতিয়ানা” (গুজরাট, হিন্দুস্থান) এর একটি ঘটনা কেউ শুনিয়েছিলেন যে, সেখানে **গাউছে পাকের একজন আশিক** বাস করত। যে নিয়মিত গিয়ারবী শরীফ অত্যক্ত গুরুত্বের সাথে পালন করত। তার মধ্যে আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে সায়্যিদগণকে (আওলাদে রাসুল ﷺ) খুব বেশী সম্মান করত। সায়্যিদ বংশের ছোট ছোট শাহজাদাকেও এমনিভাবে মুহাব্বত করত যে, তাদেরকে কাঁধে বহন করে বেড়াত এবং বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্ন কিনে দিত। একদিন ঐ আশিক ইন্তিকাল করল। তার উপর চাদর ঢেকে দেয়া হল। তথায় তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক লোক উপস্থিত হল। হঠাৎ সে বসে গেল।

প্রিয় নবী ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

লোকেরা এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে গেল। সে সকলকে ডেকে বলল: "তোমরা ভয় পেয়োনা। নির্ভয়ে আমার কথা শুন!" তাঁর অভয়বাণী পেয়ে লোকেরা যখন কাছে আসল, তখন সে বলতে লাগল: "আসল কথা হল, এক্ষুনি আমার **গিয়ারবীর আক্বা, পীরগণের পীর, পীর দস্তগীর, রওশন জমির, কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে ছুবহানী, গাউছে ছমদানী, ক্বিনদিলে নূরানী, শাহবাজে লা-মকানী, পীরে পীরান, মীরে মীরান, শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ এনেছিলেন।" তিনি আমাকে নাড়া দিয়ে বললেন: "তুমি আমার মুরীদ হয়ে তওবা ছাড়া মৃত্যু বরণ করেছ। উঠ, এক্ষুনি তওবা করে নাও।" اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার দেহে পুনরায় প্রাণ ফিরে এসেছে, যাতে আমি তওবা করে নিতে পারি। এই কথা বলে সে ভাগ্যবান আশিক সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে নিল এবং কালেমা শরীফের অজিফা শুরু করে দিল। অতঃপর হঠাৎ তার মাথা একদিকে ঢলে পড়ল এবং পুনরায় তার ইন্তিকাল হয়ে গেল।

রেযা কা খাতিমা বিল খায়ের হোগা,
আগার রহমত তেরী শামিল হ্যায় ইয়া গাউস।

ছরকারে বাগদাদ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দিওয়ানা ও মুরীদগণের জন্য বিশেষ সুখবর হল যে, **ছরকারে গাউছে পাক** رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইরশাদ করেছেন: **"আমার মুরীদ যতই গুনাহগার হোক না কেন, সে তওবা না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।"**

(আখবারুল আখইয়ার, পৃ-১৯১)

মুঝকো রুসওয়া ভি আগর কোয়ি কাহেগা তো ইয়ু নেহি,
কেহ্ ওয়াহি না ওহ গদা বান্দায়ে রুসওয়া তেরা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৩) মানুষের অন্তর আমার হাতের মুঠোয়

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বাজ্জায رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: "জুমার দিনে আমি **হযরত গাউছে আজম** رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সাথে জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার অন্তরে এই খেয়াল আসল যে, আজকে একি আশ্চর্য্য কথা! ইতিপূর্বে যখনই আমি মুর্শিদের সাথে জুমার মসজিদে আসতাম তখন সালাম ও মুসাফাহাকারীর ভীড় এতই বেড়ে যেত যে, সামনে অগ্রসর হওয়াটা অত্যন্ত কষ্ঠকর হয়ে পড়ত। কিন্তু আজ কেউ (সালাম, মোসাফাহা দূরের কথা) চোখ তুলে তাকাচ্ছেনা। আমার অন্তরে এই খেয়াল আসার সাথে সাথে হুজুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। এরপর লোকেরা দলে দলে মোসাফাহা করার জন্য আসতে লাগল। এমনকি আমার আর আমার মুর্শিদে করিমের মধ্যে এক জটলার সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন পুনরায় আমার ইচ্ছা জাগল যে, এর চেয়েতো আগের অবস্থাটাই ভাল ছিল। আমার মনে এই ইচ্ছা জাগার সাথে সাথে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমাকে বললেন: "হে ওমর! তুমিইতো ভীড়ের চাহিদা পোষণ করেছিলে। তুমি জান না যে, মানুষের অন্তর আমার হাতের মুঠোয়। আমি ইচ্ছা করলে মানুষের মনকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারি, ইচ্ছা করলে তা দূর করে দিতে পারি।" (বাহ্জাতুল আসরার, পৃ-১৪৯)

কুঞ্জিয়া দিল কি খোদা নে তুঝে দি এইছি কর,
কেহ্ ইয়ে সিনা হো মাহাব্বাত কা খজিনা তেরা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

(৪) আল মদদ ইয়া গাউছে আজম

হযরত বিশর কোরযী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: "একবার আমি বোঝাই ভর্তি ১৪টি উটসহ একটি বাণিজ্যিক ক্বাফিলার সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলায় এক ভয়ানক জঙ্গল অতিক্রম করছিলাম। রাতের প্রথমাংশে আমার চারটি মাল বোঝাই উঠ হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুজির পরও পাইনি। ক্বাফিলাও চলে গেল। উঠ চালনাকারী আমার সাথে রয়ে গেল। সকাল বেলা হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, আমার পীর ও মুর্শিদ ছরকারে বাগদাদ হুজুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ আমাকে বলেছিলেন: "যখনই তুমি কোন বিপদে পড়বে তখন আমাকে ডাকবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সে বিপদ দূর হয়ে যাবে।" তাই আমি ফরিয়াদ করলাম, "হে শায়খ আব্দুল কাদের! আমার উঠ হারিয়ে গেছে।" হঠাৎ পূর্ব দিকে টিলার উপর সাদা পোশাক পরিহিত একজন বুজুর্গ আমার নজরে পড়ল, যিনি ইশারায় আমাকে তাঁর দিকে ডাকছিলেন। আমি উঠ চালনাকারীদেরকে নিয়ে যখনই সেখানে পৌঁছলাম, ঐ বুযুর্গ সেখানে থেকে উধাও হয়ে গেল। আমি অবাক বিস্ময়ে এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হারানো সেই চারটি উঠ টিলার নিচে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমি দেরি না করে সেগুলো ধরে ফেললাম এবং আপন ক্বাফিলার সাথে মিলিত হয়ে গেলাম। (বাহজাতুল আসরার, পৃ-১৯৬)

নামাযে গাউছিয়ার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান আলী খাব্বাজ رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে যখন হারানো উঠওয়ালার কাহিনী বলা হল, তখন তিনি বললেন: আমাকে হযরত শায়খ আবুল কাসেম رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেছেন: আমি সায়্যিদুনা শায়খ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি বিপদে আমার কাছে সাহায্য চাইবে,

তার বিপদ চলে যাবে। যে ব্যক্তি সঙ্কটের সময় আমার নাম ধরে ডাকবে, তার সেই সঙ্কট দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আমার উসিলা নিয়ে আলণ্ডাহর দরবারে কোন হাজত (চাহিদা) প্রার্থনা করবে, তার সেই হাজত পূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি দুই রাকা'আত নফল নামাজ পড়বে, প্রতি রাকা'আতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর এগারবার সুরা ইখলাস পড়বে, সালাম ফেরানোর পর সরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে, এরপর বাগদাদ শরীফের দিকে এগার কদম হেটে আমার নাম ধরে আহ্বান করবে, আর নিজের হাজত বলবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তার সেই আঙ্কাখা পূর্ণ হবে।

(বাহজাতুল আছরার যুবদাতুল লিশ শাইখ আব্দুল হক দেহলভী, পৃ-১০৯)

আপ জেছা পীর হোতে কিয়া গরয্ দর দর পিরু,
আপসে ছব কুছ মিলা ইয়া গাউছে আজম দস্তগীর।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনা সম্পর্কে কারো কারো মনে এই ধারণা আসতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া অনুচিত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যখন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, সেক্ষেত্রে গাউসে পাক বা অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইব কেন? এর উত্তরে বলা যায়: "এটা শয়তানের একটা ক্ষতিকর ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জানিনা, শয়তান এভাবে কত লোককে পথভ্রষ্ট করে। যখন আল্লাহ্ নিজেই (আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া) অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে নিষেধ করেননি। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে পাকের অসংখ্য স্থানে (আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। এমন কি অসীম ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই বান্দাদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। যেমন তিনি ২৬ পারার **সূরা মুহাম্মদ** এর ৭ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "যদি তোমরা আল্লাহর, দ্বীনের সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"

হযরত ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام অপরের কাছে সাহায্য চেয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام নিজ সাথীদের নিকট সাহায্য চেয়েছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ২৮ পারা **সূরাতুছ ছাফ** এর ১৪ নং আয়াতে তাঁর ভাষায় বলেছেন।

قَالَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيّٖنَ مَنۡ اَنۡصَارِيۡۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "মরিয়ম তনয় ঈসা হাওয়ারী (সাহাবী) দেরকে বলেছিলেন, কারা আছ, যারা আল্লাহর পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে? আমরাই হলাম আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী।"

হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام বান্দাদের সহায়তা চেয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা মুছা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে যখন দ্বীন প্রচারের জন্য ফিরআউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল তখন তিনি বান্দাদের সাহায্য কামনা করে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরয করলেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿۲۹﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿۳۰﴾ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ ﴿۳۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উযির করে দাও। সে কে? সে হল আমার ভাই হারুন। তার দ্বারা আমার কোমর বৃদ্ধি কর।

(পারা-১৬, সূরা-ত্বাহা, আয়াত-২৯-৩১)

নেককার বান্দারাও সাহায্য করতে পারেন

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে করীমের ২৮ পারা, **সূরাতুত তাহরীম** এর ৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সাহায্যকারী,উপরন্তু ফিরিশতাগণও তাঁর সাহায্য করবেন।”

(পারা-২৮, সূরা-তাহরীম, আয়াত-৪)

আনছার অর্থ সাহায্যকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারাতো দেখলেন! পবিত্র কুরআনে মাজীদে মহান আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তো নিঃসন্দেহে সাহায্যকারী আছেনই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে জিব্‌রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام এবং আল্লাহ্ তাআলার মাকবুল বান্দা তথা নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে ইজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং ফিরিস্তাগণও সাহায্যকারী হতে পারেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এখনতো এই ধোকার মূলোৎপাটন হয়ে যাবে যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া আর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

কোন সাহায্যকারী নেই।' মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, যে সমস্ত মুসলমান মক্কায়ে মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদীনায়ে মুনাওওয়ারায় তাশরীফ নিয়েছেন, তাঁদেরকে মুহাজির বলা হয় এবং তাঁদের (মুহাজিরগণের) সাহায্যকারীদের "আনছার" বলা হয়। আর সকল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই এইটা ভালভাবে জানেন যে, "আনছার" এর শাব্দিক অর্থ হল "সাহায্যকারী"।

আল্লাহ্ করে দিল মে উতার জায়ে মেরী বাত

আল্লাহ্ তাআলার প্রেমিকগণ জীবিত

এখন শয়তান হয়তো এই "কুমন্ত্রণা" দেবে যে, এখন না হয় বুঝতে পারলাম, জীবিতদের নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া জায়িয, কিন্তু মৃত্যুর পর সাহায্য চাওয়া যাবে না। নিম্নলিখিত আয়াত ও পরবর্তী বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করুন, তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শয়তানের এ কুমন্ত্রণা আপনার থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পারা, সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলোনা; তারা জীবিত; হাঁ, তোমাদের খবর নেই।

নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام জীবিত

যখন শহীদগণ কবরে জীবিত আছেন, তাহলে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام যারা সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে শোহদায়ে কিরামের চেয়ে শ্রেষ্ট তাহলে তাঁদের জীবিত হওয়ার ব্যাপারে কিভাবে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

সন্দেহ সংশয় পোষণ করা যেতে পারে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নবীগণ জীবিত হওয়ার ব্যাপারে একটি রিসালায় লিখেছেন এবং “দলায়িলুন্ নুবুয়্যত” নামক কিতাবে লিখেছেন যে, “আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও শহীদগণের মত স্বীয় প্রভূর নিকট জীবিত।”

(আল হা-বী লিল ফাতাওয়া লিস সুয়ূতী, খন্ড-২, পৃ-২৬৩)

আউলিয়াগণ জীবিত

জেনে রাখুন! সর্বাবস্থায় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়ায়ে ইজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জীবিত। তাই বলতে হয় আমরা মৃতদের নিকট নয় বরং জীবিতদের নিকটই সাহায্য চাই। আর আল্লাহ্ কর্তৃক প্রাপ্ত ক্ষমতার জন্য আমরা তাদেরকে হাজতপূর্ণকারী ও মুসিবত আসানকারী হিসেবে মানি। **আল্লাহর প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত কোন নবী বা ওলী বিন্দু পরিমানও দান করতে পারে না এবং কাউকে সাহায্যও করতে পারে না।**

ইমাম আজম ছরকার ﷺ এর কাছে সাহায্য চেয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আজম আবু হানিফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **দরবারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ সাহায্যের আবেদন করে “কাসিদায়ে নোমানে” আরজ করেছেন:

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرٰى　　جُدْلِیْ بِجُوْدِكَ وَاَرْضِنِیْ بِرِضَاك

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ　　لِاَبِیْ حَنِيْفَةَ فِی الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ-হে জ্বিন ও মানব জাতির উত্তম ও আল্লাহর নিমতের ধনভান্ডার! আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তা হতে আপনি আমাকেও দান করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:" আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

আর আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন, আপনিও আমাকে তা দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। আমি আপনার অনুকম্পার একজন লালায়িত প্রার্থী। আপনি ব্যতীত এ সৃষ্টি জগতে আবু হানিফাকে দান করার মত আর কেউ নেই।

ঈমাম শরফুদ্দীন বুছীরীও সাহায্য চেয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা ঈমাম শরফুদ্দীন বুছীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "ক্বাসিদায়ে বুর্দার" মধ্যে **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে সাহায্যের আবেদন করে এভাবে আরজ করেছেন:

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ   سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

হে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ! আপনি ব্যতীত এ পৃথিবীতে আমার এমন আর কেউ নেই, যার কাছে আমি বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি এবং শরনাপন্ন হতে পারি। (কছিদায়ে বুরদা, পৃ-৩৬)

লাগা তাকইয়া গুনাহ্ কা পাড়া দিন রাত সোতা হো
মুঝে আব খাবে গাফলাত সে জাগাদো ইয়া রাসুলাল্লাহ্

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) 'বদনা' কিবলামূখী হয়ে গেল

একবার জিলান শরীফের ওলামা মাশায়েখদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام একটি দল হুজুর সায়্যিদুনা গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা গাউছে পাকের বদনা শরীফকে কিবলা বিমূখ দেখতে পেলেন। এ ব্যাপারে হুজুর গাউছে পাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, হুজুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজ খাদেমের উপর জালালিয়াতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

তিনি হুজুরের সেই মহত্বপূর্ণ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাটিতে লুটে পড়লেন এবং ছটপট করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর আর একবার তিনি (হুজুর গাউছে পাক) বদনার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সাথে সাথে বদনা নিজে নিজে কিবলামূখী হয়ে গেল।

(বাহজাতুল আছরার, পৃ-১০১)

খোদারা! মারহমে খাকে কদম দে,
জিগর যখমী হ্যাঁয় দিল ঘায়িল হ্যায় ইয়া গাউস

'বদনা' কিবলামূখী রাখুন

ছরকারে বাগদাদ, হুজুর গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দিওয়ানাগণ! মুহাব্বতের সর্বোচ্চ স্থর অবস্থাবলী এই যে স্বীয় মাহবুবের সমস্ত চালচলন সন্তুষ্টচিত্তে অনুসরণ করবেন। এজন্য সর্বদা বদনার নল ক্বিবলামূখী করে রাখবেন। হুজুর 'মুহাদ্দিসে আজম পাকিস্তান হযরত মওলানা সরদার আহমদ সাহিব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বদনা ছাড়াও নিজের দুই জুতা মুবারকও কিবলামূখী করে রাখতেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা (লিখক) عُفِیَ عَنۡہُ ঐ দুই বুজুর্গের অনুসরণে স্বীয় বদনার নল ও জুতার অগ্রভাগ যথাসাধ্য ক্বিবলামূখী করে রাখার চেষ্টা করেন এবং তাঁর মালিকানাধীন প্রত্যেক বস্তু কিবলামূখী হয়ে থাকাটাই তিনি পছন্দ করেন।

কিবলামূখী হয়ে বসা ব্যক্তির ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যান্য জিনিস কিবলামূখী করে রাখার সাথে সাথে আমাদেরকে নিজেদের মুখকে কিবলামূখী করে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। কেননা এতে অসংখ্য বরকত রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা বুরহান উদ্দিন ইবরাহীম যারনুজী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: "একদা দুইজন ছাত্র জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করে। দুই বৎসর যাবৎ তারা উভয়ই একসাথে লিখাপড়ায় রত ছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

লিখাপড়া শেষ করে যখন তারা দেশে ফিরে আসল তাদের একজন বিখ্যাত ফকীহ্ তথা আলেমে দ্বীন ও মুফতি হয়ে আসল। আর অপর জন কিছুই শিখতে পারল না। সে জ্ঞানার্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।" তখন ঐ শহরের ওলামায়ে কিরামগণ তাদের ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনায় বসে গেলেন, তারা উভয় জনের জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি, পাঠ আলোচনার পদ্ধতি এবং তাদের উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছুর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে তা নিয়ে নিখুঁতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তখন একটি বিষয় তাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যে ব্যক্তিটি ফকীহ্ হয়ে দেশে এসেছেন তার কাজকর্ম এরূপ ছিল যে, তিনি ছবক ইয়াদ করার সময় কিবলামূখী হয়ে বসতেন। আর অপরজন সর্বদা সে কিবলার দিকে পিট দিয়ে বসার অভ্যস্থ ছিল। এজন্য সমস্ত আলেম ও ফকীহ্ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এই কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করলেন যে, এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কিবলামূখী হয়ে বসার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করার বরকতে বিখ্যাত ফকীহ্ হতে পেরেছেন। কেননা বসার সময় কাবা শরীফের দিকে মূখ করে বসা আমাদের **প্রিয় আকা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিম, পৃ-৬৮)

কিবলামূখী হয়ে বসার ১৩ টি মাদানী ফুল

(১) ছরকারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাধারণত ক্বিবলামূখী হয়ে বসতেন। (ইহ্‌ইয়াউল উলুম, খন্ড-২, পৃ-৪৪৯)

মুস্তাফা ﷺ এর ৩টি বাণী

(২) "বৈঠকের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত বৈঠক হচ্ছে সে বৈঠক, যে বৈঠকে ক্বিবলামূখী হয়ে বসা যায়।"

(আল মু'জামু আউসাত লিত তাবরানী, খন্ড-৬, পৃ-১৬১, হাদিস নং-৮৩৬১)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(৩) "প্রতিটি বস্তুর মহত্ব রয়েছে। আর বৈঠকের মহত্ব হচ্ছে কিবলার দিকে মুখ করে বসা।" (আল মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী, খন্ড-১০, পৃ-৩২০, হাদিস নং-১০৭৮১)

(৪) "প্রত্যেক বস্তুর জন্য নেতৃত্ব (ছরদারী) রয়েছে আর বৈঠকের মধ্যে সরদার হচ্ছে ঐ বৈঠক যে বৈঠকে কিবলার দিকে মূখ করে করা হয়।"

(আল মুজামুল কবীর, খন্ড-২, পৃ-২০, হাদিস নং-২৩৫৪)

(৫) মুবাল্লিগ ও মুদাররিস্‌সগণের জন্য পাঠদানের সময় সুন্নাত পন্থা হচ্ছে যে পিঠ ক্বিবলার দিকে রাখা, যাতে তার কাছ থেকে যারা ইল্‌মের কথা শুনবেন তাদের মুখমন্ডল যেন কিবলার দিকে থাকে। যেমন- হযরতে সায়্যিদুনা আল্লামা হাফেজ ছাখাভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এরশাদ করেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে এজন্য বসতেন যে, **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাদের ইল্‌ম শিক্ষা দিচ্ছেন বা নসিহত করছেন তাদের মুখমন্ডল যেন কিবলার দিকে থাকে।

(আল মাকাছিদুল হাসনাহ্, পৃ-৮৮)

(৬) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ অধিকাংশ সময় কিবলামূখী হয়ে বসতেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ-২৯১, হাদীস নং-১১৩৭)

(৭) কুরআন শরীফ শিক্ষাদাতাগণ এবং দরসে নিজামীর শিক্ষকগণের উচিত যে, সুন্নাত মোতাবেক আমল করার নিয়তে পাঠদানের সময় স্বীয় পিটকে কিবলার দিকে রাখা, যাতে ছাত্ররা কিবলামূখী হয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ছাত্রদেরকে কিবলামূখী হয়ে বসার সুন্নাত, হিকমত ও নিয়ত সম্পর্কে অবহিত করাও শিক্ষকদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে। আর পাঠদান শেষ করে শিক্ষক মহোদয়গণও কিবলামূখী হয়ে বসার চেষ্টা করবেন।

(৮) দ্বীনি শিক্ষা অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা এমনভাবে কিবলামূখী হয়ে বসবে, যাতে ওস্তাদের দিকেও মুখমন্ডল থাকে। অন্যথায় জ্ঞানের বিষয়াবলী বুঝতে কষ্টকর হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

(৯) খতিবদের কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে খোৎবা দেয়া সুন্নাত এবং খতিবের দিকে শ্রোতাদের চেহারা করা (খুৎবার সময়) মুস্তাহাব।

(১০) বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন, ফতোয়া রচনা, বই পুস্তক রচনা, দুআ, যিকির আযকার ও দুরূদ সালাম ইত্যাদি পাঠের সময় এবং সাধারণভাবে যখন বসবেন বা দাঁড়াবেন তখন শরীআতের পক্ষ থেকে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে নিজ মুখমন্ডলকে কিবলামূখী করার অভ্যাস করে আখিরাতের জন্য সাওয়াবের ভান্ডার জমা করুন। কিবলার ডান দিকে বা বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী কোণের সমপরিমাণ স্থানের মধ্যে বসলেও ক্বিবলার দিকে বসা সাব্যস্ত হবে।

(১১) সম্ভব হলে আপনার চেয়ার টেবিল ইত্যাদি এমনিভাবে রাখবেন, যাতে আপনি উহাতে বসলে আপনার মূখমন্ডল কিবলামূখী হয়।

(১২) আর যদি সাওয়াবের নিয়্যত ছাড়া এমনি কাবার দিকে মূখ করে বসেন তখন সাওয়াব মিলবে না। এজন্য সাওয়াব অর্জনের আশায় ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ্ করে নিন। যেমন (ক) আখিরাতের সাওয়াব, (খ) সুন্নাত আদায়, (গ) কাবা শরীফের সম্মানের উদ্দেশ্যে কিবলামূখী হয়ে বসছি। দ্বীনি কিতাব ও ইসলামী বিষয়াদি পড়ার সময়ও এই নিয়্যত করা যেতে পারে যে, কিবলামূখী হয়ে বসার সুন্নত আদায়ের মাধ্যমে ইল্‌মে দ্বীনের বরকত হাসিল করব।

(১৩) পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশ সমূহে যখন কাবার দিকে মুখ করা হয় তখন আপনা আপনি মদীনায়ে মুনাওয়ারার দিকেও মুখ হয়ে যায়। তাই এই নিয়্যতও যোগ করুন যে, মদীনা শরীফের সম্মানের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে মুখ করছি।

বেঠনে কা হাসীন ক্বরীনা হ্যায়, রোখ উধার হো জিধার মদীনা হ্যায়।
দোনো আলম কা যো নাগীনা হ্যায়, মেরে আকা কা ওহ মদীনা হ্যায়।
রো বারো মেরে খানায়ে কাবা, আওর আফকার মে মদীনা হ্যায়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র

(اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সারা বছর বিপদ থেকে নিরাপত্তা)

রবিউল গাউসের ১১তারিখ রাতে (অর্থাৎ বড় রাতে) ছরকারে গাউছে আ'জম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ১১টি নাম (আগে পরে ১১বার দরূদ শরীফ) পড়ে, ১১টি খেজুরের উপর দম করে ঐ রাতেই খেয়ে নিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ সারা বছর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন। ১১টি নাম হল:

﴿١﴾ يَا شَيْخ مُحىُ الدِّيْن ﴿٢﴾ يَا سَيِّد مُحىُ الدِّيْن ﴿٣﴾ يَا مَولَانَا مُحىُ الدِّيْن ﴿٤﴾ يَا مَخدُوْم مُحىُ الدِّيْن ﴿٥﴾ يَا دَروَيْش مُحىُ الدِّيْن ﴿٦﴾ يَا خَواجَه مُحىُ الدِّيْن ﴿٧﴾ يَا سُلطَان مُحىُ الدِّيْن ﴿٨﴾ يَا شَاه مُحىُ الدِّيْن ﴿٩﴾ يَا غَوث مُحىُ الدِّيْن ﴿١٠﴾ يَا قُتطب مُحىُ الدِّيْن ﴿١١﴾ يَا سَيِّدَ السَّادَات عَبْدَالقَادِر مُحىُ الدِّيْن

বাগদাদী ব্যবস্থাপত্রের মাদানী বাহার

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: ১১ রবিউল গাওছ ১৪২৫ হিজরী ২০০৩ সালের বার্ষিক গিয়ারভী শরীফে **দাওয়াতে ইসলামী**র উদ্যোগে কৌরাঙ্গি বাবুল মদীনা করাচিতে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে সুন্নতেভরা বয়ানের মধ্যে **বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র** বর্ণনা করা হয়। বয়ানের পরে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া, রযবীয়াতে বায়াত করানোর কার্যক্রম শুরো হল। ইতিমধ্যে আমার চোখে তন্দ্রাভাব আসল কপালের চোখ বন্ধ হতেই, অন্তরের চোখ খুলে গেল কি দেখলাম! গিয়ারভী আকা, হুযুর গাওছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ উনার চাদর বিছিয়ে রেখেছেন, আমি সামনে গিয়ে চাদর মোবারক আকড়ে ধরলাম আমার এই রকম মনে হল যে,

আর অনেক লোকও চাদার আকড়ে ধরেছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছিলনা! মাইক থেকে আসা আওয়াজ অনুযায়ী আমি বায়াতের শব্দাবলী উচ্চারণ করলাম। যখন বায়াতের কার্যক্রম শেষ হল তখন আমি সাহস করে হুযুর গাওছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর দরবারে আরজ করলাম, হে মুর্শিদ! আমার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, সে প্রসব বেদনায় খুব কষ্টে আছে। ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছে। একটু দয়া করুন! ইরশাদ হল: এখন যে বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী আমল কর। আমি আরজ করলাম: আমার প্রিয় মুর্শিদ! রাতের বেশীরভাগ সময় তো চলে গেছে আর এই ব্যবস্থাপত্রের উপরতো রাতের মধ্যে আমল করতে হয়। ইরশাদ করলেন: তোমার জন্য অনুমতি রয়েছে যে আজ ১১তারিখ দিনের সময় শেষ হওয়ার আগে আগে এই ব্যবস্থাপত্রের উপর আমল করে নাও। আর শুন! اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অপারেশন ছাড়া ২টি বাচ্চার জন্ম হবে। এক জনের নাম হাস্‌সান আর অন্য জনের নাম মুশতাক রাখবে। উভয়ের কাধের উপর আমার কদম হবে আমি ঘরে গিয়ে **বাগদাদী ব্যবস্থাপত্র** অনুযায়ী ১১টি খেজুর খাওয়ালাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ খেজুর খাওয়ার পর পরই স্বস্তি অনুভব হল অতঃপর অপারেশন ছাড়া খুব সহজেই সন্তান ভূমিষ্ট হল আর আল্লাহ্‌র কসম! আমার মুর্শিদে পাক গাওছে আজম দস্তগীর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর দেওয়া গায়েবের সংবাদ অনুযায়ী দুইটি জময সন্তান জন্ম নিল। ছরকারে গাওছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর ফরমান অনুযায়ী এক জনের নাম হাস্‌সান ও অপর জনের নাম মুশতাক রাখলাম।

ইয়ে দিল ইয়ে জিগার হে ইয়ে আখে ইয়ে ছার হে
জিদার চাহো রাখো কদম গাওছে আজম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

জিলানী ব্যবস্থাপত্র

(পেটের রোগসমূহের জন্য)

রবিউল গাওছের ১১ তারিখ রাতে ৩টি খেজুর নিয়ে একবার সূরা ফাতিহা, একবার সূরা ইখলাস, তারপর ১১ বার:

يَا شَيْخ عَبْدَالْقَادِرْ جِيْلَانِىْ شَيْاً لِلّٰهِ اَلْمَدَدْ

(আগে পড়ে একবার দরূদ শরীফ) পড়ে এবটি খেজুরের উপর দম করুন। এরপর একইভাবে ২য় ও ৩য় খেজুরের উপরও পড়ে দম করুন। এই খেজুরগুলো ঐ রাতেই খেতে হবে জরুরী নয়। যেটা, যখন, যে দিন ইচ্ছা খেতে পারবেন। পেটের সমস্ত রোগ (যেমন: পেট ব্যথা, কোষ্ঠ-কাঠেন্ন, বায়ু নির্গমন, আমাশয়, বমি, পেটের আলসার ইত্যাদির) জন্য উপকারী।

আ’প জেয়ছা পীর হোতে কিয়া গরজ দর দর পী’রু
আ’পছে সব কুছ মিলা ইয়া গাউছে আজম দস্তগীর।

৪ রবিউল গাউছ ১৪২৭ হিজরী

মাদানী ফুল

মিসওয়াক সম্বন্ধে তিনটি বরকতময় হাদীস

(১) যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর মোবারক গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। (সহীহ মুসলিম, খন্ড-১ম, পৃ-১২৮)

(২) **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নিদ্রা হতে জাগ্রত হতেন তখন মিসওয়াক করতেন। (আবু দাউদ, খন্ড-১ম, পৃ-৩৬, হাদীস-৫৭)

(৩) তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করবে, কেননা এটা মুখ পবিত্রকারী এবং **আল্লাহ** তা’আলাকে সন্তুষ্টকারী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৩৮, হাদীস-৫৮৬৯)

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়, প্রতি বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিতব্য দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশেকানে রাসূলদের মাদানী কাফেলায় সওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করে তুলুন, اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সুন্নাতের অনুসারী, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মন মানসিকতা তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য 'মাদানী ইন'আমাত' এর উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য 'মাদানী কাফেলা'য় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী